প্রতিদিন

বুধবার | ১৭ নভেম্বর ২০২১ ২

মহানগর

বাংলায় এবার আন্তর্জাতিক মানের অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন

স্টাফ রিপোর্টার: যে কোনও ধরনের ব্লাড ক্যানসার মানেই আশা অধরা। কেমো, রেডিয়েশনের পর শেষ অস্ত্র 'অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন'। যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সফল হবে কি না তা নিয়ে রোগী ও রোগীর পরিবার অনেকটাই সংশয়ে ভোগেন। এ রাজ্যেই অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে ৭৫ জন রোগীর অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন করে নজির গড়েছে কলকাতার সরোজ গুপ্ত ক্যানসার সেন্টার অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট। এই জটিল চিকিৎসা কতটা সহজভাবে, সফলভাবে রোগীর কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়, তা নিয়ে প্রতি মুহূর্তে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন হাসপাতালের চিকিৎসকরা।

মাত্র ১৫ বছর বয়সি ছেলেটার শরীরের নানা গ্ল্যান্ডে ছড়িয়ে পড়েছিল ক্যানসার। জীবন ওখানেই শেষ হতে বসেছিল। হজকিন্স লিম্ফোমা (ইমিউন সিস্টেম বা লিম্ফোটিক সিস্টেম ক্ষতিগ্রস্ত হয়) গ্রাস করে নিচ্ছিল সাহাবাজকে। ক্যানসারের চিকিৎসা শুরু হয়। তিন ধরনের কেমো। কোনও কিছুতেই আশা দেখছিল না পরিবার। কতদিন আর? ছেলেটা বাঁচবে তো? রাতের পর রাত কেটে গিয়েছে বাবা-মায়ের, চোখের পাতা এক হয়নি। শেষে উত্তর দিয়েছে এই স্টেম সেল ট্রান্সপ্ল্যান্ট, অর্থাৎ অস্থি-মজ্জা প্রতিস্থাপন। ২০১৮ সালে তিন ধরনের কেমোথেরাপি দিয়ে চিকিৎসা করেও যখন ক্যানসারকে বাগে আনা যাচ্ছিল না, তখনই তার এই প্রতিস্থাপন করা হয়। এখন একেবারে স্বাভাবিক সাহাবাজ শেখ। সরোজ গুপ্ত ক্যানসার সেন্টার অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের অধিকর্তা ডা. অর্ণব গুপ্তর কথায়, এমন অসংখ্য রোগী যাঁদের প্রায় বাঁচার আশাই ছিল না, তাঁদের এই অস্থি-মজ্জা প্রতিস্থাপন করে নবজীবন ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। আগামীদিনে এই পদ্ধতি আরও অগ্রসর হবে। বর্তমানে, লন্ডনের রয়্যাল কলেজ অফ ফিজিশিয়ান-এর চিকিৎসরাই প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন হাসপাতালের চিকিৎসকদের। 'ইন্টারন্যাশনাল ক্যানসার জিনোমিক অ্যাটলাস', আমেরিকার 'মায়োক্লিনিক কলেজ অফ মেডিসিন অ্যান্ড সায়েন্সের' চিকিৎসকরাও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। সরোজ গুপ্ত ক্যানসার হাসপাতালের চিকিৎসকরা কীভাবে, কোন রোগীকে চিকিৎসা করবেন সে ব্যাপারেও প্রতিনিয়ত অলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন।